যায়যায়দিন

তারিখ 09 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

সরেজমিন প্রাথমিক শিক্ষা

বরিশাল নগরীর ১৬ প্রাথমিক স্কুলের চ্যালেঞ্জ উপবৃত্তি

স্বপন অন্ধকার বরিশাল

উপবৃত্তি না পেলেও ভালো চলছে বরিশাল নগরীর বর্ধিত এলাকার ১৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলগুলোতে ঝরে পড়া স্কুল শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমে আসছে। তবে চ্যালেঞ্জ হিসেবে মোকাবেলা করতে হচ্ছে আশপাশের উপবৃত্তি পাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কেজি স্কুলগুলোকে। উপশহরের বর্ধিত সিটি এলাকার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে এমন চিত্রই দেখা গেছে।

নগরীর উত্তর এলাকার শেষ প্রান্তে প্রাথমিক উলালঘুনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৬ বছর আগে এটি ছিল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এখন বরিশাল সিটি করপোরেশনের বর্ধিত এলাকার অংশ হিসেবে নগরীর ৪ নং ওয়ার্ডের আওতাভুক্ত হয়েছে। ফলে বিধি অনুযায়ী উপবৃত্তির আওতায় নেই স্কুলটি। উপবৃত্তি ছাড়াই ভালো চলছে বিদ্যালয়টি। এমনকি ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমে আসছে। স্কুলের রেকর্ড সূত্রে জানা গেছে, ২০০২ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছিল ২৮৯ জন। এর মধ্যে উপবৃত্তি পেতো শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী। একই বছর বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর ৪০ শিশুর মধ্যে অংশ নিয়েছিল ৩৮ জন। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ শিশুর সংখ্যা ৩৬। ২ শিশু অন্য স্কুল থেকে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।

বর্তমানে স্কুলটিতে পড়ছে প্রথম-পঞ্চম শ্রেণীতে ২১১ শিশু। ২০০৭ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১। উত্তীর্ণ হয় ৩০ জন। পরীক্ষায় প্রাপ্ত গড় নম্বর অনুযায়ী শতকরা ৬০ নম্বর পেয়েছিল ১০ শিশু। অন্যরা পেয়েছে শতকরা ৫০-এর নিচে। বর্তমানে ঝরে পড়া শিশুর হার শতকরা ৫ ভাগ।

প্রধান শিক্ষিকা জাহানারা বেগম জানান, উপবৃত্তির সময়ে স্কুলে আরো বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকলেও এখন কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে স্কুলের আশপাশে ২-৩টি কেজি স্কুল। এতে অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের সদস্যরা তাদের শিশুদের ওই স্কুলগুলোতে নিয়ে যান। তবে দুপুরে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়া শিশুদের জন্য সরকারিভাবে পুষ্টিসমৃদ্ধ টিফিন দেয়ার ব্যবস্থা করলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব বলে প্রধান শিক্ষিকা মনে করেন।

এমন আরেকটি স্কুল হচ্ছে পুরানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চরবাড়িয়া ইউনিয়নের এ স্কুলে ২০০২ সালে ছাত্রছাত্রী ছিল শিশুসহ ৫৩৭ জন। তাদের ক্লাসে গড় উপস্থিতি ছিল শতকরা ৯০ ভাগ। উপবৃত্তির আওতায় ছিল ১৮৬ শিশু। ঝরে পড়া শিশুর হার ছিল ৪ ভাগ। বর্তমানে স্কুলটিতে পড়ছে ৩৭৮ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ১ম-৫ম শ্রেণীতে পড়ছে ২৭০ শিশু। তবে ঝরে পড়া শিশুদের সংখ্যা কমে আসছে। এ হার বর্তমানে শতকরা ১ ভাগ। প্রধান শিক্ষিকা তাহমিনা আফরোজ জানান, ২০০৭ সালে স্কুল থেকে প্রাথমিক বৃত্তি পেয়েছে ২ জন। শিক্ষকরা জানান, এলাকার আশপাশে কোনো কেজি স্কুল নেই। বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের পাশে নগরীর উত্তর-পশ্চিম অংশের স্কুল হচ্ছে তিলক কলাডেমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১ম-৫ম শ্রেণীতে ২৭২। ২০০৭ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় চতুর্থ শ্রেণীতে অংশ নিয়েছিল ৫৩ শিশু। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ৪৩ শিশু।

স্কুলের ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা ছিল মাত্র ২ জন। একই স্কুল ২০০২ সালে উপবৃত্তির আওতায় থাকার সময়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি থাকলেও পাঠদানের সাফল্য ছিল একই রকম বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল হোসেন জানান। তখন ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যাও ছিল মাত্র ২ জন। বর্তমানে আশপাশে ২টি কেজি স্কুল গড়ে ওঠার কারণেও সচ্ছল পরিবারের অনেক শিশু সেখানে পড়াশোনা করছে। স্কুলের সহকারী শিক্ষক অরুময় বিশ্বাস বলেন, এখানকার শিশুদের মধ্যে সিংহভাগ আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের। ফলে অনেক শিশুকে দীর্ঘক্ষণ স্কুলে ধরে রাখা শিক্ষকদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকে দুপুরে ক্ষুধায় কাতর হয়ে বাড়িতে গিয়ে আর স্কুলে ফিরে আসতে চায় না। অন্যদিকে এক শিফটের স্কুল হিসেবে শিক্ষক স্বল্পতাও রয়েছে। অন্যদিকে তিলক কলাডেমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ১ কিলোমিটার দূরে রয়েছে সদর উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের একটি বিদ্যালয় কলসগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেখানকার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ১৭৬ জন। তাদের মধ্যে উপবৃত্তি পাচ্ছে শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী। আর ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর শতকরা হার ৫ ভাগ।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বর্ধিত নগর এলাকার যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশপাশে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে সেসব স্কুলের শিক্ষকদের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে তাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখতে এবং সংখ্যা বাড়াতে। অন্যদিকে প্রাইমারি স্কুলের আশপাশে কিন্ডারগার্টেন স্কুল অবস্থান করায় কোমলমতি শিশুরা বেড়ে উঠছে এক বিভক্ত শিক্ষা কাঠামোয়। শুধু তাই নয়, খোদ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েরাও পড়তে যাচ্ছে কিন্ডারগার্টেনগুলোতে।